দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

24

ছাত্ররাজনীতির আচরণবিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করে তোলার এক নয়া উদ্যোগ আসন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ জানিয়েছেন, ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত এবং শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অচিরেই একটি রাজনৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে অভিভাবক সম্প্রদায় তথা গোটা জাতি যে উদ্বেগের মাঝ দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন তাতে সন্ত্রাস দূর করা আর শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার যেকোন উদ্যোগই স্বাগত বিবেচিত হবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হওয়ার মূলে সন্ত্রাসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আবার, সন্ত্রাসের সঙ্গে রাজনীতির যোগ অবিচ্ছেদ্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে এমন প্রত্যাশা অযৌক্তিক নয় যে একটি সর্বসম্মত রাজনৈতিক আচরণবিধি সংকট নিরসনে কার্যকর হতে পারে। এ কার্যকারিতা সকলের সম্মতির উপর নির্ভরশীল। এ জন্যেই সকল ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আচরণবিধি প্রণয়ন করার কথা ভাবা হয়েছে। পদ্ধতিগত দিক থেকে এর কোন বিকল্প চিন্তা করা যায় না। আমরা পয়লা সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবিত এ আলোচনার সাফল্য কামনা করি। আমরা এর সাফল্য কামনা করি বলেই এ সঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় রাখার প্রয়োজন বোধ করছি।

ছাত্ররাজনীতির যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্কের অবতারণা সম্ভব। তবে এর অস্তিত্বের বাস্তবতা অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক আচরণবিধি প্রণয়নের মাধ্যমে ছাত্ররাজনীতিকে গঠনমূলক খাতে প্রবাহিত করার ব্যাপারটি তাই খুবই বাস্তবসম্মত। সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য আচরণে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তুতি থাকলে সন্ত্রাসের উৎপত্তি ঘটতে পারে না। ছাত্রনেতারাই এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাত্ত্বিকভাবে এ উক্তি যথার্থ হলেও এতে কিন্তু কিন্তুর ফাঁক রয়ে যায়। এই কিন্তুটি হচ্ছে ছাত্রনেতৃত্বের উপর জাতীয় রাজনীতির প্রভাব। ছাত্র সংগঠনগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনে পরিণত হয়েছে। যে কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলের অবস্থান তাই ছাত্রদের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। পরিকল্পিত আচরণবিধিতে এমন পরিস্থিতির বিরুদ্ধে গ্যারান্টির ব্যবস্থা কি হবে?

সন্ত্রাস দমন আর শিক্ষার পরিবেশ রক্ষার জন্যে বিস্তর আইন আছে। কিন্তু শুধু আইনই যথেষ্ট নয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রণীত আচরণবিধির পেছনে যদি তার কঠোর প্রয়োগের নিশ্চয়তা না থাকে, এর থেকেও ফায়দার ভরসা কিছু থাকবে না। সামান্য উত্তেজনার মুখে সাধুসিদ্ধান্ত ভেসে যেতে সময়ের প্রয়োজন হয় না, এমন অভিজ্ঞতা আমাদের টের জমে আছে। একটি আচরণবিধি অবলম্বন করে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের সন্ত্রাস থেকে মুক্তি পেতে হলে তাই একে নেহাত এক খন্ড কাগজের অধিক শক্তিশালী করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে।

উপরের দুটি স্তবকে ধ্বনিত নৈরাশ্যের সুর কোন নেতিবাচক মনোভাবের দ্যোতক নয়। এর মাধ্যমে আমরা ভাইস চ্যান্সেলরের এই নয়া উদ্যোগের সাফল্যের প্রশ্নে আমাদের আগ্রহকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমরা চাই প্রস্তাবিত আচরণবিধিতে যেন এমন কিছু ফাঁক না থাকে, যাতে অতি জরুরি একটি দায়িত্ব পালনে আমাদের আবার ব্যর্থতার মুখ দেখতে হয়। ছাত্রনেতৃবৃন্দ যদি তাদের সিদ্ধান্তকে দলীয় সিদ্ধান্তের উর্ধ্বে স্থান দিতে পারেন, তবেই এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। এক্ষেত্রে আরেকটি পদক্ষেপ হতে পারে, পরিকল্পিত আচরণবিধির পক্ষে জাতীয় নেতৃত্বের সমর্থন সংগ্রহ এবং ঘোষণা। ছাত্রনেতারা উদ্যোগী হলে এমন সমর্থন আদায় করা কঠিন কিছু না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর যখন এ ব্যাপারে আলোচনার দিনক্ষণ প্রকাশ করেছেন, তখন আমরা ধরে নিতে পারি, এই আচরণবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে। আমরা এ উপলক্ষে ছাত্রনেতৃবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আগাম অভিনন্দন জানিয়ে রাখতে চাই।